



বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক  
প্রধান কার্যালয়, কৃষি ব্যাংক ভবন,  
৮৩-৮৫, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা,  
চাকা-১০০০।  
ফ্রেডেট বিভাগ-১

ফোন : ৯৫৫০৪০৩  
পিএবিএক্স ৪ ৯৫৬০০২১-২২  
৯৫৬০০২৪-২৫  
৯৫৬০০৩১-৩৫  
ফ্যাক্স ৪ ৮৮-০২-৯৫৬১২১১

পরিকল্পনা ও পরিচালন পরিপন্থ নং-১২/২০১৯

তারিখ: ১৯/০৫/২০১৯ প্রিঃ

মহাব্যবস্থাপক, বিভাগীয় কার্যালয়সমূহ/স্থানীয় মুখ্য কার্যালয়, ঢাকা।  
উপ-মহাব্যবস্থাপক, কর্পোরেট শাখাসমূহ।  
সকল মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক।  
সকল শাখা ব্যবস্থাপক (মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক ব্যবস্থাপকের মাধ্যমে)  
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।

### বিষয়ঃ খণ্ড পুনর্গঠকসিল ও এককালীন এক্সিট সংক্রান্ত বিশেষ নীতিমালা প্রসঙ্গে।

প্রিয় মহোদয়,

শিরোনামে বর্ণিত বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ এর ১৬ মে, ২০১৯ তারিখের বিআরপিডি সার্কুলার নং-০৫ এর মাধ্যমে “খণ্ড পুনর্গঠকসিল ও এককালীন এক্সিট সংক্রান্ত বিশেষ নীতিমালা” জারী করা হয়েছে। উক্ত নীতিমালায় নিম্নোক্ত নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। অযোজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনার্থে বাংলাদেশ ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট পত্র নিয়ে মুদ্রন করা হলো:

“বিভিন্ন নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত কারণে ব্যবসায়ী/শিল্প উদ্যোক্তাগণ স্বত্ত্বাত্মক হওয়ায় ব্যাংকের খণ্ড অনেক ক্ষেত্রেই নিরামিতভাবে পরিশোধিত হচ্ছে না এবং সংশ্লিষ্ট খণ্ড বিকল্পভাবে শ্রেণিকৃত হয়ে পড়ায় খণ্ড বিতরণ ও আদায় কার্যক্রম বাধাপ্রস্তুত হচ্ছে। এ প্রেক্ষিতে, উৎপাদনশীল বাসসহ অন্যান্য খাতে স্বাভাবিক খণ্ড প্রবাহ বজায় রাখাসহ ব্যাংকিং খাতের বিকল্পভাবে শ্রেণিকৃত খণ্ড নিরামিতভাবে আদায়ের লক্ষ্যে কঠিপয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।

১। খাত/উপখাত: নিম্নোক্ত খাত/উপখাতের মে সকল খণ্ড ৩১ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখে মন্দ/ক্ষতিজনক মানে শ্রেণিকৃত রয়েছে সে সকল খণ্ড প্রতিটার অনুকূলে ব্যাংকার-গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে পুনর্গঠকসিল/এক্সিট সুবিধা প্রদান করা যাবে:

- ক) ট্রেডিং খাত (গম, খাদ্য দ্রব্য, ভোজ্যাতেল ও রিফাইনারী), জাহাজ শিল্প (শিপ-ট্রেডিং ও শিপ-বিল্ডিং) এবং লোহ ও ইস্পাত শিল্প যেখানে ব্যাংকের বিপুল অংশের বিনিয়োগ রয়েছে;
- খ) বিশেষায়িত ব্যাংকে অক্ষমি খাতের আমদানি-রশুনিতে সম্পৃক্ষ শিল্প খণ্ড; এবং
- গ) অন্যান্য খাতে ব্যাংক কর্তৃক বিশেষ নির্মানকার মাধ্যমে চিহ্নিত প্রকৃত ব্যবসায়ী যাদের খণ্ড নির্যন্ত্রণ বহির্ভূত কারণে মন্দ/ক্ষতিজনক মানে শ্রেণিকৃত হয়েছে।

২। খণ্ড পুনর্গঠকসিল সংক্রান্ত শর্তাবলি: অনুচ্ছেদ-১ এ বর্ণিত খণ্ড প্রতিটাদের মন্দ/ক্ষতিজনক মানে শ্রেণিকৃত খণ্ড নিম্নবর্ণিত শর্তাবলি পরিপালন সাপেক্ষে পুনর্গঠকসিল করা যাবে;

- ক) পুনর্গঠকসিল সুবিধা গ্রহণের জন্য নির্ধারিত সময়ের মধ্যে খণ্ডপ্রতিটার আবেদন প্রাপ্তির পর ব্যাংক কর্তৃক ৩১ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখ ভিত্তিক হিসাবকৃত স্থিতি মোতাবেক কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে;
- খ) খণ্ড স্থিতির মুনতম ২% হারে ডাউন পেমেন্ট নগদে গ্রহণ করতে হবে। ইতোপূর্বে সংশ্লিষ্ট খণ্ডের বিপরীতে আদায়কৃত কিন্তির অর্থ ডাউন পেমেন্ট হিসেবে বিবেচনা করা যাবে না;
- গ) এ সার্কুলার জারীর তারিখ হতে ৯০(নবই) দিনের মধ্যে খণ্ডপ্রতিটা কর্তৃক আবেদন করতে হবে। এ সময় অতিক্রান্ত হলে কোন আবেদন গ্রহণযোগ্য হবে না;
- ঘ) কেইস টু কেইস বিবেচনায় খণ্ড পরিশোধের সময়কাল সর্বোচ্চ ১(এক) বছরের ছেস পিরিয়ডসহ সর্বোচ্চ ১০(দশ) বছর হবে;
- ঙ) ব্যাংকার-গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে অনারোপিত সুদের সম্পূর্ণ অংশ এবং Interest Suspense A/C-এ রাঙ্কিত সুদ মণ্ডুকুফ করা যাবে। তবে, মণ্ডুকুফকৃত সুদ পৃথক ত্রুকড হিসাবে (সুদবিহীন) স্থানান্তর করতে হবে। পুনর্গঠকসিলের শর্তানুযায়ী সম্পূর্ণ খণ্ড পরিশোধের পর ত্রুকড হিসাবে রাঙ্কিত সুদ চূড়ান্ত মণ্ডুকুফ হিসেবে বিবেচিত হবে;
- চ) খণ্ড স্থিতির (মণ্ডুকুফ অবশিষ্ট) উপর কষ্ট অব ফান্ড + ৩% হারে সুদ প্রযোজ্য হবে। তবে সুদের হার ৯% এর মধ্যে সীমিত রাখতে হবে। ১ জানুয়ারি ২০১৯ তারিখ হতে উক্ত হারে সুদ আরোপ কার্যকর হবে;
- ছ) ব্যাংকার-গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে মাসিক অথবা ত্রৈমাসিক কিন্তি নির্ধারণ করতে হবে। প্রচলিত নিয়ামানুযায়ী আনুপাতিক হারে আসল এবং সুদ বিবেচনায় নিয়ে কিন্তির পরিমাণ নির্ধারিত হবে;

চলমান পাতা-০২

✓

- জ) খণ্ড পরিশোধের জন্য ৯টি মাসিক কিস্তির মধ্যে ৬টি মাসিক কিস্তি অথবা ৩টি ত্রৈমাসিক কিস্তি অনাদায়ী হলে এ সুবিধা বাতিল বলে গণ্য হবে এবং সংশ্লিষ্ট খণ্ডহিসাবকে মন্দ/ক্ষতিজনক মানে প্রেরিকরণ করতে হবে;
- ঝ) ব্যাংক কর্তৃক পুনৰ্গতফসিল সুবিধা প্রদানের তারিখ হতে ৯০(নব্বই) দিনের মধ্যে ব্যাংক ও গ্রাহক সোনেলামার মাধ্যমে চলমান মামলার কার্যক্রম স্থগিতের জন্য যথাযথ আইনানুগ পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। পরবর্তীতে কোন গ্রাহক প্রদত্ত সুবিধার কোন শর্ত ভঙ্গ করলে তার অনুকূলে প্রদত্ত সকল সুবিধা বাতিল বলে গণ্য হবে এবং গ্রাহকের বিলক্ষে স্থগিত মামলা পুনরুন্মুক্তীবিত করতে হবে; এবং
- ঞ) পুনৰ্গতফসিল পরবর্তীতে ব্যাংকার-গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে ব্যাংক কর্তৃক নতুন করে খণ্ড প্রদান করা যাবে। এক্ষেত্রে ব্যাংক সর্বোচ্চ সর্তরাত্মক সাথে তাদের প্রচলিত খণ্ড নীতিমালা অনুসরণ করবে। নতুনভাবে প্রদত্ত খণ্ড যথানিয়মে পরিশোধে ব্যর্থ হলে এ সার্কুলারের আওতায় প্রদত্ত সকল সুবিধা বাতিল বলে গণ্য হবে।

৩। **এককালীন এক্সিট (One Time Exit) সংক্রান্ত শর্তাবলী:** অনুচ্ছেদ-১ এ বর্ণিত খণ্ডহিতাদের অনুকূলে নিম্নবর্ণিত শর্তাদি পরিপালন সাপেক্ষে এককালীন এক্সিট (One Time Exit) সুবিধা প্রদান করা যাবে।

- ক) এককালীন এক্সিট সুবিধা গ্রহণের জন্য নির্ধারিত সময়ের মধ্যে খণ্ডহিতার আবেদন প্রাপ্তির পর ব্যাংক কর্তৃক ৩১ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখ ভিত্তিক হিসাবকৃত স্থিতি মোতাবেক কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে;
- খ) খণ্ড স্থিতির ন্যূনতম ২% হারে ডাউন পেমেন্ট নগদে গ্রহণ করতে হবে। ইতোপূর্বে সংশ্লিষ্ট খণ্ডের বিপরীতে আদায়কৃত কিস্তির অর্থ ডাউন পেমেন্ট হিসেবে বিবেচনা করা যাবে না;
- গ) এ সার্কুলার জারীর তারিখ হতে ৯০(নব্বই) দিনের মধ্যে আবেদন করতে হবে। এ সময় অতিক্রম হলে আবেদন গ্রহণযোগ্য হবে না;
- ঘ) ব্যাংকার-গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে অনারোপিত সুদের সম্পূর্ণ অংশ এবং Interest Suspense A/C-এ রাখিত সুদ মওকুফ করা যাবে। তবে, মওকুফকৃত সুদ প্রথক ব্লকড হিসাবে (সুদবিহীন) স্থানান্তর করতে হবে। পুনৰ্গতফসিলের শর্তানুযায়ী সম্পূর্ণ খণ্ড পরিশোধের পর ব্লকড হিসাবে রাখিত সুদ চূড়ান্ত মওকুফ হিসেবে বিবেচিত হবে;
- ঙ) খণ্ড স্থিতির (মওকুফ অবশিষ্ট) উপর কষ্ট অব ফান্ড হারে সুদ প্রযোজ্য হবে। ১ আনুয়ারি ২০১৯ তারিখ হতে উক্ত হারে সুদ আরোপ কার্যকর হবে। ব্যাংক কর্তৃক এককালীন এক্সিট সুবিধা প্রদানের তারিখ হতে সর্বোচ্চ ৩৬০ দিনের মধ্যে খণ্ড গ্রহিতা কর্তৃক পরিশোধযোগ্য খণ্ড পরিশোধ করতে হবে। উক্ত সময়সীমার মধ্যে সমুদয় পাতলা পরিশোধে ব্যর্থ হলে এ সুবিধা বাতিল বলে গণ্য হবে এবং সংশ্লিষ্ট খণ্ড হিসাবকে মন্দ/ক্ষতিজনক মানে প্রেরিকরণ করতে হবে; এবং
- চ) ব্যাংক কর্তৃক এ সুবিধা প্রদানের তারিখ হতে ৯০(নব্বই) দিনের মধ্যে ব্যাংক ও গ্রাহক সোনেলামার মাধ্যমে চলমান মামলার কার্যক্রম স্থগিতের জন্য যথাযথ আইনানুগ পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। পরবর্তীতে কোন গ্রাহক প্রদত্ত সুবিধার কোন শর্ত ভঙ্গ করলে তার অনুকূলে প্রদত্ত সকল সুবিধা বাতিল বলে গণ্য হবে এবং গ্রাহকের বিলক্ষে স্থগিত মামলা পুনরুন্মুক্তীবিত করতে হবে।

৪। **রাষ্ট্রীয়ত বাণিজ্যিক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিঠানসমূহের জন্য প্রযোজ্য Cost of fund recovery নিশ্চিতকরণ বা ঘাটতি বিষয়ে অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ১২-০২-২০০৮ তারিখের পত্র নং-অম/অবি/ব্যাংকিং/শাখা-১/বিবিধ-১০/২০০১(অংশ-১)/৬৭ এবং ২৯-০৬-২০০৬ তারিখের পত্র নং-অম/অবি/ব্যাংকিং/শাখা-১/বিবিধ-১০/২০০১-২০৭ এর নির্দেশনা বলবৎ ধাক্কেও আগোচ সার্কুলারের আওতায় পুনৰ্গতফসিল/এককালীন এক্সিট সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে এ সার্কুলারের নির্দেশনা কার্যকর হবে।**

৫। এ সার্কুলারের আওতায় খণ্ড গ্রহিতার আবেদন প্রাপ্তির তারিখ হতে ৪৫(পঁয়তাণ্ডিশ) দিনের মধ্যে ব্যাংক কর্তৃক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। তবে যে সব ক্ষেত্রে বিশেষ নিরীক্ষার প্রয়োজন হবে সে সব ক্ষেত্রে নিরীক্ষা প্রতিবেদন প্রাপ্তির তারিখ হতে ৪৫(পঁয়তাণ্ডিশ) দিনের মধ্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।

৬। **অন্যান্য নির্দেশনাঃ** এ সার্কুলারের আওতায় পুনৰ্গতফসিলকৃত/এককালীন এক্সিট সুবিধা প্রাপ্ত খণ্ডসমূহের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত নির্দেশনাও পরিপালন করতে হবেঃ

- (ক) সংশ্লিষ্ট খণ্ডসমূহ এসএমএ মানে প্রেরিকরণ করতে হবে এবং উক্ত খণ্ডসমূহের বিপরীতে ১% হারে প্রতিশেন সংরক্ষণ করতে হবে;
- (খ) পুনৰ্গতফসিলকৃত খণ্ডসমূহ সিআইবিংতে Special RSDL, under BRPD Circular No.05/2019 এবং এককালীন এক্সিট সুবিধা প্রাপ্ত খণ্ডসমূহ Special Exit under BRPD Circular No.05/2019 হিসেবে রিপোর্ট করতে হবে;
- (গ) সংশ্লিষ্ট খণ্ডসমূহ CL-4 এ রিপোর্ট করতে হবে এবং CL-4 এর ৫৮ ক্লাম এ তারিখের পাশাপাশি পুনৰ্গতফসিলকৃত খণ্ডসমূহ Special RSDL এবং এককালীন এক্সিট সুবিধা প্রাপ্ত খণ্ডসমূহ Special Exit হিসেবে উল্লেখ করতে হবে;
- (ঘ) এ সুবিধার আওতায় সংশ্লিষ্ট খণ্ডসমূহের বিপরীতে আরোপিত সুদ প্রকৃত আদায় ব্যতিরেকে আয় থাকে স্থানান্তর করা যাবে না।

এ নির্দেশনা অবিলম্বে কার্যকর হবে।”



০২। বর্ণিত সার্কুলারের নির্দেশনা মোতাবেক “ঝণ পুনঃজুনসিল ও এককালীন এক্সিট সংক্রান্ত বিশেষ নীতিমালা” বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ করা হলো। উচ্চ নীতিমালা বাস্তবায়নের মাধ্যমে ব্যাংকের ন্যূনপ্রকল্পমুক্ত লোন (NPL) উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পাবে বলে আশা করা যায়। পরিপন্থের আওতাধীন সকল খেলাপি খণ্ড প্রতিভাব (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) আবেদন ১০(নক্ষই) দিনের নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে গ্রহণ ও প্রক্রিয়াকরণের জন্যও পরামর্শ প্রদান করা হলো। বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, বিআরপিডি সার্কুলার নং-০৫/২০১৯ জারীর তারিখ ১৬/০৫/২০১৯ হতে ১০(নক্ষই) দিনের মধ্যে আবেদন গ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে এবং আবেদন প্রাপ্তির তারিখ হতে ৪৫(পঁয়তাল্লিশ) দিনের মধ্যে ব্যাংক কর্তৃক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। তবে যে সব ক্ষেত্রে বিশেষ নিরীক্ষার প্রয়োজন হবে সে সব ক্ষেত্রে নিরীক্ষা প্রতিবেদন প্রাপ্তির তারিখ হতে ৪৫(পঁয়তাল্লিশ) দিনের মধ্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।

০৩। বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের ব্যাপ্তিক প্রবিধি ও নীতি বিভাগ এর ১৬ মে, ২০১৯ তারিখের বিআরপিডি সার্কুলার নং-০৫ অপর পৃষ্ঠায় হ্রাস পুনঃনির্দেশ করা হলো।

০৪। বিষয়টি অভ্যন্তর জরুরী।

অনুমোদনক্রমে-

আপনার বিশ্বাস

(মোঃ শহিদুল ইসলাম)

মহাব্যবস্থাপক

পরিকল্পনা ও পরিচালন মহাবিভাগ

ফোনঃ ৯৫৫৪১৬৯

তারিখঃ ১৯/০৫/২০১৯

নং-প্রকা/ক্রঃবিঃ-০১/৩(৭)/২০১৮-২০১৯/৬৯৫(১২৫০)

সদর অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনলিপি প্রেরণ করা হলো:

- ০১। চীক স্টাফ অফিসার, ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সচিবালয়, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
- ০২। স্টাফ অফিসার, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক-১ ও ২ মহোদয়ের সচিবালয়, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
- ০৩। স্টাফ অফিসার, সকল মহাব্যবস্থাপক মহোদয়ের দণ্ডন, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
- ০৪। অধ্যক্ষ, বিকেবি, ট্রেনিং ইনসিটিউট, মিরপুর, ঢাকা।
- ০৫। সকল উপ-মহাব্যবস্থাপক/সচিব, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
- ০৬। উপ-মহাব্যবস্থাপক, আইসিটি সিস্টেমস, কার্ড ও মোবাইল ব্যাপ্তিক বিভাগ, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা। উপরোক্ত পরিপন্থ ব্যাংকের অফিসিয়াল ওয়েব সাইটে আপলোড করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো।
- ০৭। সকল বিভাগীয় নিরীক্ষা কর্মকর্তা, বিকেবি, বিভাগীয় নিরীক্ষা কার্যালয়সমূহ।
- ০৮। সকল আধিপিক নিরীক্ষা কর্মকর্তা, বিকেবি, আধিপিক নিরীক্ষা কার্যালয়সমূহ।
- ০৯। নথি/মহানথি।

(মোহাম্মদ মঈনুল ইসলাম)

সহকারী মহাব্যবস্থাপক

(বিভাগীয় দায়িত্বে)

ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ  
বাংলাদেশ ব্যাংক  
প্রধান কার্যালয়  
ঢাকা।

বিআরপিডি সার্কুলার নং-০৫

জ্যৈষ্ঠ ২, ১৪২৬  
তারিখ:—————  
মে ১৬, ২০১৯

ব্যবস্থাপনা পরিচালক/প্রধান নির্বাহী  
বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলি ব্যাংক।

প্রিয় মহোদয়,

খণ্ড পুনঃতফসিল ও এককালীন এক্সিট সংক্রান্ত বিশেষ নীতিমালা।

বিভিন্ন নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত কারণে ব্যবসায়ী/শিল্প উদ্যোগাগণ ক্ষতিপ্রাপ্ত হওয়ায় ব্যাংকের খণ্ড অনেক ক্ষেত্রেই নিয়মিতভাবে পরিশোধিত হচ্ছে না এবং সংশ্লিষ্ট খণ্ড বিরুপভাবে শ্রেণিকৃত হয়ে পড়ায় খণ্ড বিভরণ ও আদায় কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। এ প্রক্ষিতে, উৎপাদনশীল খাতে অন্যান্য খাতে স্বাভাবিক খণ্ড প্রবাহ বজায় রাখাসহ ব্যাংকিং খাতের বিরুপভাবে শ্রেণিকৃত খণ্ড নিয়মিতভাবে আদায়ের লক্ষ্যে কতিপয় সিঙ্কান্ত প্রাপ্ত করা হয়েছে।

১। খাত/উপখাতে নির্মোক্ত খাত/উপখাতের যে সকল খণ্ড ৩১ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখে মন্দ/ক্ষতিজনক মানে শ্রেণিকৃত রয়েছে সে সকল খণ্ডগ্রহিতার অনুকূলে ব্যাংকার-গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে পুনঃতফসিল/এক্সিট সুবিধা প্রদান করা যাবে:

- (ক) ট্রেডিং খাত (গৱ, খাদ্য দ্রব্য, ভোজ্যাতেল ও রিফাইনারী), আহাজ শিল্প (শিগ-ক্রেকিং ও শিগ-বিস্কিং) এবং লোহ ও ইস্পাত শিল্প যেখানে ব্যাংকের বিপুল অংকের বিনিয়োগ রয়েছে;
- (খ) বিশেষায়িত ব্যাংকের অকৃষি খাতের আমদানি-রপ্তানিতে সম্পৃক্ষ শিল্প খণ্ড; এবং
- (গ) অন্যান্য খাতে ব্যাংক কর্তৃক বিশেষ নিরীক্ষার মাধ্যমে চিহ্নিত প্রকৃত ব্যবসায়ী যাদের খণ্ড নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত কারণে মন্দ/ক্ষতিজনক মানে শ্রেণিকৃত হয়েছে।

২। খণ্ড পুনঃতফসিল সংক্রান্ত শর্তাবলী: অনুচ্ছেদ-১ এ বর্ণিত খণ্ডগ্রহিতাদের মন্দ/ক্ষতিজনক মানে শ্রেণিকৃত খণ্ড নিয়ন্ত্রিত শর্তাবলী পরিপালন সাপেক্ষে পুনঃতফসিল করা যাবে:

- (ক) পুনঃতফসিল সুবিধা প্রাপ্তির জন্য নির্ধারিত সময়ের মধ্যে খণ্ডগ্রহিতার আবেদন প্রাপ্তির পর ব্যাংক কর্তৃক ৩১ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখ ভিত্তিতে হিসাবকৃত হিসাবে স্থানান্তর করতে হবে;
- (খ) খণ্ড হিস্তির ন্যূনতম ২% হারে ডাউন পেমেন্ট নথে প্রাপ্ত নথে প্রাপ্তি প্রাপ্তির পর ব্যাংক কর্তৃক আদায়কৃত ক্ষেত্রে প্রাপ্তির অর্থ ডাউন পেমেন্ট হিসেবে বিবেচনা করা যাবে না;
- (গ) এ সার্কুলার জারীর তারিখ হতে ৯০ (নয়েই) দিনের মধ্যে খণ্ডগ্রহিতা কর্তৃক আবেদন করতে হবে। এ সময় অতিক্রান্ত হলে কোন আবেদন গ্রহণযোগ্য হবে না;
- (ঘ) কেইস টু কেইস বিবেচনায় খণ্ড পরিশোধের সময়কাল সর্বোচ্চ ১ (এক) বছরের প্রেস পিরিয়ডসহ সর্বোচ্চ ১০ (দশ) বছর হবে;
- (ঙ) ব্যাংকার-গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে অনারোপিত সুদের সম্পূর্ণ অংশ এবং Interest Suspense A/C-এ রাস্কিত সুদ মওকুফ করা যাবে। তবে, মওকুফকৃত সুদ পৃথক ব্লকড হিসাবে (সুদবিহীন) স্থানান্তর করতে হবে। পুনঃতফসিলের শর্তানুযায়ী সম্পূর্ণ খণ্ড পরিশোধের পর ব্লকড হিসাবে রাস্কিত সুদ চূড়ান্ত মওকুফ হিসেবে বিবেচিত হবে;

চলমান পাতা/২

Ⓐ

- (চ) খণ্ড স্থিতির (মওকুফ অবশিষ্ট) উপর কস্ট অব ফার্ড + ৩% হারে সুদ প্রযোজ্য হবে। তবে সুদের হার ১% এর মধ্যে সীমিত রাখতে হবে। ১ জানুয়ারি ২০১৯ তারিখ হতে উক্ত হারে সুদ আরোপ কার্যকর হবে;
- (ছ) ব্যাংকার-গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে মাসিক অথবা ত্রৈমাসিক কিস্তি নির্ধারণ করতে হবে। প্রচলিত নিয়মানুযায়ী আনুপাতিক হারে আসল এবং সুদ বিবেচনায় নিয়ে কিস্তির পরিমাণ নির্ধারিত হবে;
- (জ) খণ্ড পরিশোধের জন্য ৯টি মাসিক কিস্তির মধ্যে ৬টি মাসিক কিস্তি অথবা ৩টি ত্রৈমাসিক কিস্তির মধ্যে ২টি ত্রৈমাসিক কিস্তি অনাদায়ী হলে এ সুবিধা বাতিল বলে গণ্য হবে এবং সংশ্লিষ্ট ঝণগ্রহিতাদের মন্দ/ক্ষতিজনক মানে শ্রেণিকরণ করতে হবে;
- (ঝ) ব্যাংক কর্তৃক পুনঃতফসিল সুবিধা প্রদানের তারিখ হতে ৯০ (নয়ই) দিনের মধ্যে ব্যাংক ও গ্রাহক সোলেনামার মাধ্যমে চলমান মামলার কার্যক্রম স্থগিতের জন্য যথাযথ আইনানুগ পক্ষতি অনুসরণপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। পরবর্তীতে কোন গ্রাহক প্রদত্ত সুবিধার কোন শর্ত উভ করলে তার অনুকূলে প্রদত্ত সকল সুবিধা বাতিল বলে গণ্য হবে এবং গ্রাহকের বিরুদ্ধে স্থগিত মামলা পুনরুজ্জীবিত করতে হবে; এবং
- (ঝঁ) পুনঃতফসিল পরবর্তীতে ব্যাংকার-গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে ব্যাংক কর্তৃক নতুন করে খণ্ড প্রদান করা যাবে। এক্ষেত্রে ব্যাংক সর্বোচ্চ সর্তকাতার সাথে তাদের প্রচলিত খণ্ড নীতিমালা অনুসরণ করবে। নতুনভাবে প্রদত্ত খণ্ড যথানিয়মে পরিশোধে ব্যর্থ হলে এ সার্কুলারের আওতায় প্রদত্ত সকল সুবিধা বাতিল বলে গণ্য হবে।

৩। এককালীন এক্সিট (One Time Exit) সংক্রান্ত শর্তাবলী: অনুচ্ছেদ ১ এ বর্ণিত ঝণগ্রহিতাদের অনুকূলে নিয়বর্ণিত শর্তাদি পরিপালন সাপেক্ষে এককালীন এক্সিট (One Time Exit) সুবিধা প্রদান করা যাবে:

- (ক) এককালীন এক্সিট সুবিধা গ্রহণের জন্য নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ঝণগ্রহিতার আবেদন প্রাপ্তির পর ব্যাংক কর্তৃক ৩১ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখ ভিত্তিক হিসাবকৃত স্থিতি মোতাবেক কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে;
- (খ) খণ্ড স্থিতির ন্যূনতম ২% হারে ডাউন পেমেন্ট নগদে গ্রহণ করতে হবে। ইতোপূর্বে সংশ্লিষ্ট ঝণের বিপরীতে আদায়কৃত কিস্তির অর্থ ডাউন পেমেন্ট হিসেবে বিবেচনা করা যাবে না;
- (গ) এ সার্কুলার জারির তারিখ হতে ৯০ (নয়ই) দিনের মধ্যে আবেদন করতে হবে। এ সময় অতিক্রান্ত হলে আবেদন গ্রহণযোগ্য হবে না;
- (ঘ) ব্যাংকার-গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে অনারোগিত সুদের সম্পূর্ণ অংশ এবং Interest Suspense A/C - এ রক্ষিত সুদ মওকুফ করা যাবে। তবে, মওকুফকৃত সুদ পৃথক ব্লকড হিসাবে (সুদবিহীন) স্থানান্তর করতে হবে। পুনঃতফসিলের শর্তানুযায়ী সম্পূর্ণ খণ্ড পরিশোধের পর ব্লকড হিসাবে রক্ষিত সুদ চূড়ান্ত মওকুফ হিসেবে বিবেচিত হবে;
- (ঙ) খণ্ড স্থিতির (মওকুফ অবশিষ্ট) উপর কস্ট অব ফার্ড হারে সুদ প্রযোজ্য হবে। ১ জানুয়ারি ২০১৯ তারিখ হতে উক্ত হারে সুদ আরোপ কার্যকর হবে। ব্যাংক কর্তৃক এককালীন এক্সিট সুবিধা প্রদানের তারিখ হতে সর্বোচ্চ ৩৬০ দিনের মধ্যে ঝণগ্রহিতা কর্তৃক পরিশোধযোগ্য খণ্ড পরিশোধ করতে হবে। উক্ত সময়সীমার মধ্যে সমন্বয় পাওনা পরিশোধে ব্যর্থ হলে এ সুবিধা বাতিল বলে গণ্য হবে এবং সংশ্লিষ্ট খণ্ড হিসাবকে মন্দ/ক্ষতিজনক মানে শ্রেণিকরণ করতে হবে; এবং
- (চ) ব্যাংক কর্তৃক এ সুবিধা প্রদানের তারিখ হতে ৯০ (নয়ই) দিনের মধ্যে ব্যাংক ও গ্রাহক সোলেনামার মাধ্যমে চলমান মামলার কার্যক্রম স্থগিতের জন্য যথাযথ আইনানুগ পক্ষতি অনুসরণপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। পরবর্তীতে কোন গ্রাহক প্রদত্ত সুবিধার কোন শর্ত উভ করলে তার অনুকূলে প্রদত্ত সকল সুবিধা বাতিল বলে গণ্য হবে এবং গ্রাহকের বিরুদ্ধে স্থগিত মামলা পুনরুজ্জীবিত করতে হবে।

চলমান পাতা/৬

৪। রাষ্ট্রীয়ত বাণিজ্যিক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য প্রযোজ্য Cost of fund recovery নিশ্চিতকরণ বা স্টাটিভ বিষয়ে অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ১২-২-২০০৮ তারিখের পত্র নং-অম/অবি/ব্যাংকিৎ/শাখা-১/বিবিধ-১০/২০০১(অংশ-১)/৬৭ এবং ২৯-০৬-২০০৬ তারিখের পত্র নং-অম/ অবি/ব্যাংকিৎ/শাখা-১/বিবিধ-১০/২০০১-২০৭ এর নির্দেশনা বলুণ থাকলেও আলোচ্য সার্কুলারের আওতায় পুনঃতফসিল/এককালীন এক্সিট সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে এ সার্কুলারের নির্দেশনা কার্যকর হবে।

৫। এ সার্কুলারের আওতায় খণ্ডাহিতার আবেদন প্রাপ্তির তারিখ হতে ৪৫ (পঞ্চাশিমাত্ত্বাহ্নি) দিনের মধ্যে ব্যাংক কর্তৃক সিকান্দ গ্রহণ করতে হবে। তবে যেসব ক্ষেত্রে বিশেষ নিরীক্ষার প্রযোজ্য হবে সেসব ক্ষেত্রে নিরীক্ষা প্রতিবেদন প্রাপ্তির তারিখ হতে ৪৫ (পঞ্চাশিমাত্ত্বাহ্নি) দিনের মধ্যে সিকান্দ গ্রহণ করতে হবে।

৬। অন্যান্য নির্দেশনাও এ সার্কুলারের আওতায় পুনঃতফসিলকৃত/এককালীন এক্সিট সুবিধাপ্রাপ্ত খণ্ডসমূহের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত নির্দেশনাও পরিপালন করতে হবে:

(ক) সংশ্লিষ্ট খণ্ডসমূহ এসএমএ মানে শ্রেণিকরণ করতে হবে এবং উক্ত খণ্ডসমূহের বিপরীতে ১% হারে প্রতিশন সংরক্ষণ করতে হবে;

(খ) পুনঃতফসিলকৃত খণ্ডসমূহ সিআইবি'তে Special RSDL under BRPD Circular No.-05/2019 এবং এককালীন এক্সিট সুবিধাপ্রাপ্ত খণ্ডসমূহ Special Exit under BRPD Circular No.-05/2019 হিসেবে রিপোর্ট করতে হবে;

(গ) সংশ্লিষ্ট খণ্ডসমূহ CL-4 এ রিপোর্ট করতে হবে এবং CL-4 এর ৫নং কলাম এ তারিখের পাশাপাশি পুনঃতফসিলকৃত খণ্ডসমূহ Special RSDL এবং এককালীন এক্সিট সুবিধাপ্রাপ্ত খণ্ডসমূহ Special Exit হিসেবে উল্লেখ করতে হবে;

(ঘ) এ সুবিধার আওতায় সংশ্লিষ্ট খণ্ডসমূহের বিপরীতে আরোপিত সুদ প্রকৃত আদায় ব্যতিরেকে আয় খাতে স্থানান্তর করা যাবে না।

এ নির্দেশনা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

আপনাদের বিশ্বাস্ত,

(এ, কে, ওম, আমজাদ হোসেন)

মহাব্যবস্থাপক

ফোন: ৯৫৩০২৫২